অধিকার কি 'সুশীলীয়-বস্তু?
গণমাধ্যমে 'এলিট'-'নন এলিট' উপস্থাপনের ফারাক

উদিসা ইসলাম

গণমাধ্যমে নারী উপস্থাপন ও গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি নিয়ে কথা চালিয়ে যাওয়া জরুরি। অন্তত যতদিন পর্যন্ত না আমরা নারীপ্রশ্নে সংবেদনশীল আচরণ করতে শিখছি— দেখার ক্ষেত্রে এবং দেখানোর ক্ষেত্রে। আর নারী উপস্থাপনের ভিতর যখন কালো-সাদা, এলিট-নন এলিট, মোটা-চিকনের বিভাজনের ওপর নির্ভর করে আচরণ নির্ধারিত হয়, তখন সেটাও কিছু নির্দিষ্ট অর্থবহন করে বৈকি। এখানে কথা বলব টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অনুসন্ধানের নামে এলিট-নন এলিট উপস্থাপনার বিভাজন নিয়ে। একটি অনুষ্ঠানে যৌনকর্মীদের সম্পর্কে উপস্থাপনের ধরন আজকের আলোচনার বিষয়। একটা কথা বলে রাখা জরুরি, যদিও অনুষ্ঠানটিতে উভয়কেই পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে সেই 'যৌনকর্মী' হিসেবেই। কোনো প্রতিবেদক যখন ক্যামেরা হাতে তাঁর কাজের জায়গায় যাচ্ছেন, সেখানে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাধরের পার্থক্যে কীভাবে উপস্থাপন বদলে যায়, সেই নিয়ে এখানে আলাপ এগুবে।

আর এই আলাপের অন্যতম প্রধান জায়গা হলো জরুরি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন। প্রশ্ন তুলতে চাই যে, অধিকার কি কেবল সুশীলীয় বিষয়? যদি একজন প্রতিবেদক 'বস্তি'তে গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করে ফেলতে পারেন অনায়াসে, তাহলে 'এলিট' পরিসরে অনুমতিপ্রার্থী হতে হয় কেন? আর গোপন ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল কাগুজে নীতিমালাই দরকার হবে, নাকি গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিজস্ব কিছু বোঝাপড়াও থাকা দরকার, নিজেদের কিছু সংরক্ষিত পরিসর থাকা দরকার?

দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে শুরু থেকেই অনুসন্ধানভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচারের চল আছে। তবে আজকালে এ ধরনের অনুষ্ঠানের ধরন পালটেছে। ধোঁয়া ও লোহারক্করের ভিতর, অদ্ভুত আশঙ্কাজনক কণ্ঠে উপস্থাপনের মাধ্যমে একটা আবহ তৈরি করা হয়। তবে এটিকে এক ধরনের অপরাধমূলক ঘটনাভিত্তিক 'অনুসন্ধানী রিপোর্টিং'-এর আদলে বর্ণনাধর্মী প্রতিবেদন বলাই ভালো। কেন বলছি? কারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মানে যতটা না কিছু একটা খুঁজে বের করা, তার চেয়ে বেশি জরুরি কেন খুঁজলাম সেটা দাঁড় করাতে পারা। এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।

এখানে কেবল একটি অনুষ্ঠান ধরে কথা বলতে চাই। অনুষ্ঠানের নাম 'খোঁজ'— একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ক্রাইম অনুসন্ধান বিষয়ক অনুষ্ঠান। গত জুন মাসের একটি পর্ব এই লেখার আধার হিসেবে বিবেচ্য। তাদের অনুষ্ঠান চলাকালে টেলিভিশন থেকেই ধারণ করা কিছু চিত্র ধরে আলাপ এগিয়ে নেয়া যাবে। অনুষ্ঠানটিতে যৌনকর্মীদের ব্যবসার পরিবেশ-পরিসর নিয়ে আলাপ করা হয়েছে। ক্যামেরা ছুটে চলেছে কখনো আশুলিয়া তো কখনো গুলশান। অভিযোগ— বাসাবাড়িতে পতিতাবৃত্তি চলছে। কিন্তু পার্থক্যের জায়গা হলো, আশুলিয়ার 'নন এলিট'দের দেখাতে গিয়ে গোপন ক্যামেরায় আদ্যোপান্ত দেখিয়ে দিতে পারি, আর গুলশানে 'এলিট' এলাকায় গিয়ে আর সেটা করা সম্ভব হয় না। সেটা দেখতে দেখতে মনে হতে থাকে, আমি যে আচরণটা সাংবাদিক হিসেবে একজন গরিব, ক্ষমতাহীন মানুষের সাথে করব, একই আচরণ এলিট-ক্ষমতাধরদের সাথে করতে পারতে হবে। সেটা কীরকম? একজন সচিব অফ দ্য রেকর্ড কথা বললে প্রতিবেদক যেমন শুনতে বাধ্য হন, ঠিক তেমনি একজন শ্রমিক অফ দ্য রেকর্ড বললেও যেন তিনি সেটা একই গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। সাংবাদিকতা কি সেটাই হওয়া উচিত নয়?

কিন্তু বর্তমানে এক ধরনের সাংবাদিকতা তৈরি হয়েছে, যেটাকে আমি নাম দিয়েছি 'অতি উৎসাহী সাংবাদিকতা'। যে সাংবাদিকতায় আমরা অনায়াসে রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকা মানুষদের আটক অবস্থায় সাক্ষাৎকার নিতে চাই উদ্ধার তৎপরতা আটকে রেখে। যে সাংবাদিকতায় রানা প্লাজায় নিহতদের 'পরিচয়হীন' লাশ দাফনের সময় সাংবাদিক কবরের ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। এটা সেই ধরনের সাংবাদিকতা, যেখানে আমরা বিচারে নামি কোন কথাটা নিজের মতো করে বলব, আর কোন কথাটা প্রচার করব না নিজ স্বার্থে। আর হিসেব

কষে নিই কোনটা চেপে যাব একেবারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, ক্ষমতাহীনদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিবেদকের নিজের মতো করে উপস্থাপন করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার `The mob may rule, but the mob is not always right.'

সাংবাদিকদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আজ থেকে কথা হচ্ছে না। মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে কিছু নীতিমালা মানা সাংবাদিকের কর্তব্য। এক কর্মশালায় কিছু সাংবাদিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যখন কোনো ধর্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন লেখেন তখন কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করেন। জবাবগুলো দেখুন : `I feel so guilty about intruding on someone's private grief, even though I know that it's my job to report the story.'। এক্ষেত্রে একজন পুরুষ সাংবাদিকের উত্তর : `As a man it's not easy to talk to women who have been raped or abused. One cannot win trust. You can't hurry an interview when someone is weeping. But, as journalists, we're always facing a tight deadline! It's hard to strike a balance between doing one's job and being compassionate.'

এগুলো কোথাও লেখা কথা না। বেড়ে ওঠার সাথে সাথে, কাজ করতে করতে মানুষের ভিতর যে মানবিক বোধ গড়ে ওঠে এসব উত্তর সেসবেরই প্রতিফলন। আবার, নারীরা যখন মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলেন তখন সেটা যতটা সহজ, কেউ যখন তাঁর ওপর যৌন সহিংসতা নিয়ে কথা বলেন তখন সেটা অত সহজ হয় না। আর যে নারীর পেশা যৌনকর্ম, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর পরিসর উপস্থাপন তাঁর জন্য যে সম্মানহানিকর সেটা বিবেচনায় না-থাকা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ তাঁকে মানহানির দাবিতে কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ বা সুযোগ করে দেয় না। আবার মনে প্রশ্ন আসে, সাংবাদিকদের সবসময় নীতিমালা থাকা লাগে নাকি অন্য কোনো উপায়ে সাংবাদিকতা এগোয়? এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে বহুকাল। মূল বিষয় হলো, সাংবাদিকের সাংবাদিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষা আছে, যেটা সে মানুষ হতে গিয়ে পায়। এই মানুষ হয়ে না-উঠতে পারলে সাংবাদিকতার লিখিত নীতিমালা কিছু করতে পারে না। ধরুন, আমার কাছে একটা অস্ত্র আছে, সেটা আমার লাইসেন্সওয়ালা অস্ত্র হলেও আমি চাইলেই ব্যবহার করতে পারব না। তেমনই আমার কাছে একটা গোপন ক্যামেরা আছে, আমি চাইলেই সেটা ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারি না। কেননা, যদি গোপন ক্যামেরা না-থাকত সেক্ষেত্রে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, ব্যক্তিকে রাজি করাতে ক্যামেরার সামনে হাজির হতে। সেই কষ্টটা আমি এখন করি না। আবার কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের ক্ষতি না-করেন, সেক্ষেত্রে আদৌ নিজের প্রয়োজনে তাঁর ঘরে গোপন ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতে পারা যায় কি না সেটাও প্রশ্ন। ফলে অনুসন্ধানের নামে এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করার আগে, অপরাধটা কী সেটা স্পষ্ট করে জানতে হবে প্রতিবেদককে। তাঁকে জানতে হবে :

ক. বাংলাদেশে 'পতিতাবৃত্তি' অবৈধ না বৈধ;
খ. ভাসমান যৌনকর্মী আর বাসাবাড়িতে যাঁরা পেশা পরিচালনা করেন তার পার্থক্য কী;
গ. চাইলেই গোপন ক্যামেরা নিয়ে খদ্দের সেজে তাঁর সাথে কথা বলে তাঁকে না-জানিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে তা টেলিভিশনে প্রচার করা যায় কি না; এছাড়াও জানতে হবে—
ঘ. এটা আমি কোন ধরনের 'জাতীয়-স্বার্থ' মাথায় রেখে করছি।

কোথায় গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করা যাবে এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির টনি স্ট্যাবিল সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেশন জার্নালিজমের পরিচালক সেলা করোনেল বলছেন : `There are no hard and fast rules. In some cases, it can be justified if a story is of great public interest and there is no other way to get it.'।

তবে একই সাথে একথাও উঠছে যে, জনস্বার্থ বলতে কতদূর বুঝাবে এটা রিপোর্টারকে নির্ধারণ করতে জানতে হবে। `I believe if a reporter is convinced that he is working on a big exposé, only then should it be used.'। যত যাই হোক, গোপন ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরিক্তি সতর্কতা অবলম্বনের বিকল্প নেই বলেও উল্লেখ করা হয়।

সেক্ষেত্রে পতিতাবৃত্তি যেখানে নিষিদ্ধ না, সেখানে কেবল যৌনকর্মীদের কাজের জায়গা দেখানোর মধ্যে অনুসন্ধানের কি রূপরেখা বেরিয়ে আসে সেটা বোধগম্য হয় না এই 'খোঁজ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বিষয়টা কি এরকম যে, প্রতিবেদক যে স্থান দেখাচ্ছেন, সেখানে জোর করে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ ফাইন্ডিংসের বাউন্ডারি নির্ধারণ জরুরি।

অধিকার কি সুশীলীয় বিষয়?

অনুষ্ঠানটিতে তাঁরা ঢাকা ও এর আশপাশের যৌনব্যবসা নিয়ে কথা বলছেন। কীভাবে কোথায় রেখে ব্যবসা হয়? 'দালাল' কারা? তাদের কাজ কী— এসব নিয়ে কথা বলা হবে বলে বক্তব্যে জানানো হলেও পুরো উপস্থাপনটি হয়ে ওঠে এক রগরগে উপস্থাপনে নারী-প্রদর্শনী। কেবল সেটা হলেও হয়ত আপত্তি তোলা হতো না। কিন্তু এই উপস্থাপনটা করে আপনি আপনার টিআরপি বাড়াচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সেই নারীরা জানছেন না যে আপনি তাঁদের বেডরুমে ঢুকে ভিডিও করে নিয়ে আসছেন। (দেখুন ছবির পাশে 'গোপনে তোলা ছবি' লেখা আছে)। এই ছবিগুলো আশুলিয়ার কোনো এক বাসা থেকে তোলা। প্রতিবেদকের দাবি, সেখানে যৌনকর্মীরা ব্যবসা করেন এবং সেখানে তিনি খদ্দের সেজে ঢুকেছিলেন।

ছবি ১ : যৌনকর্মীর বেডরুম বলে কিছু নেই? গোপন ক্যামেরায় সেটাও ধারণ করতে হবে?

দ্বিতীয় ছবিটির অংশটি দেখানোর সময় ধারা বর্ণনায় বলা হলো, বাসায় প্রবেশের পর এভাবেই শুরু হবে র‍্যাম্পে হাঁটা। এসময় ছবিতে দেখানো হলো একে একে ঘরে ঢুকছেন নারীরা। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লাইন ধরে তাঁরা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। এটাও গোপন ক্যামেরায় তোলা।

ছবি ২ : আশুলিয়ার বাসাবাড়িতে যৌনকর্মীরা

তাঁরা সাক্ষাৎকার নিলেন একজনের, যাঁর পরিচয় : তিনি এই নারীদের যৌন-ব্যবসার পরিচালক, 'দালাল'। তাঁর সাথে কথা বলা হলো নানা বিষয়ে। সেটিও গোপন ক্যামেরায় তোলা।

ছবি ৩ : গোপন ক্যামেরার সামনে দালালের সাথে কথোপকথন

এবার সেই অদম্য অনুসন্ধানী চোখ আশুলিয়া থেকে ফিরে গুলশানে গিয়ে পড়ছে। বাসাবাড়িতে যৌনকাজ পরিচালিত হয় এমন একজন পরিচালকের সাথে তাঁরা কথা বলতে গিয়েছেন।

ছবি ৪ : গুলশানের এক নারীর সাক্ষাৎকার

যখন এই নারীর সাথে কথা হচ্ছে, তখন এমনভাবে ভিডিও ধারণ করা হলো যাতে তাঁকে চেনা না যায়। তাঁর সাথে কথা বলার সময় ঘর অন্ধকার, কখনো তাঁর হাতে থাকা মোবাইল, কখনো ছায়া ছায়া অবয়ব। এই নারীর ক্ষেত্রে তাঁরা গোপন ক্যামেরাবন্দি করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। কিংবা ভিতরের কোনো ছবিও দেখালেন না।

আমি বলছি না যে, এই নারীকে কেন দেখানো হলো না। আমার অবস্থান ভিন্ন : কেন আশুলিয়ায় গোপন ক্যামেরা ঢুকে যায় আর কেন গুলশানে ঢোকে না? গোপন ক্যামেরা কোথায় কতটুকু ব্যবহার করা যাবে না-যাবে, সাংবাদিকতা শিক্ষায় সেটা উল্লেখ থাকা জরুরি। আর যদি কিছু না-মেনে নিজেদের স্বার্থেই এমন কিছু করা হয়, তাহলে আশুলিয়া বনাম গুলশান বিভাজন কেন? আশুলিয়ার 'দালাল' যদি গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়েন, তাহলে গুলশানকে তিনি রক্ষা করছেন কেন? সম্প্রতি গোপন ক্যামেরা ব্যবহারের রীতিনীতি তৈরি বিষয়ে আলাপ শুরু হয়েছে। ধারণা করি, তাতেও কোনো লাভ হবে না। অনেক বিষয়েরই তো নীতি আছে। আমাদের স্ব-নীতির অনুধাবন যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে আর কাগুজে নীতি দিয়ে কী হবে? তাছাড়া আশুলিয়াকেন্দ্রিক নারী বা দালালরা এই ক্ষমতা রাখেন না যে, তাঁরা টেলিভিশনের কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করবেন।

এই সুযোগটাকেই কি আমরা ‘কাজে’ লাগাচ্ছি? এ ধরনের সাংবাদিকতার ঘোরতর বিরোধিতা না-করলে কবে না আমার-আপনার ঘরেও গোপনে ক্যামেরা ঢুকে পড়ে!

উদিসা ইসলাম সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন। udisaislam@gmail.com

হদিস

- http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf
- http://tribune.com.pk/story/320748/investigative-journalism-is-it-ethical-to-use-hidden-cameras/